সাক্ষাৎকার সংগ্রহ

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ

শহীদ কাদরী

সংকলন ও সম্পাদনা

মুহিত হাসান

KOBI PROKASHANI

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ : শহীদ কাদরী
সংকলন ও সম্পাদনা : মুহিত হাসান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
নীরা কাদরী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৫৫০ টাকা

Collected Interviews of Shaheed Quaderi Compiled and edited by Muhit Hasan Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: December 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 550 Taka RS: 550 US 30 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99198-6-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

প্রবেশক

তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে শহীদ কাদরীই সম্ভবত সবচেয়ে কম সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। অথচ, ধারে-ভারে ও অন্তর্গত বক্তব্যের মাপকাঠিতে তাঁর সাক্ষাৎকারগুলোই অধিকতর ওজনদার। কাদরীর বিশেষ দুই কবিবন্ধুর দিকে নজর দিই—শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ। তাঁরা পুরো জীবনে ছোট-বড় কি সিরিয়াস-গৌণ মিলিয়ে এককভাবে একশর কাছাকাছি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। এই দুজনের যৌথ আলাপনও কিছু আছে। অথচ কাদরীর দেওয়া মোট সাক্ষাৎকারের সংখ্যা পঁচিশের কোঠাও পার হবে না।

এবার একটু তলিয়ে দেখা যাক, শহীদ কাদরীর সাক্ষাৎকারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হবার কারণগুলো কী কী। প্রথমত, শহীদ কাদরী দেশ ছেড়েছেন সেই গত শতকের সত্তরের দশকের শেষার্ধে। মাঝে একবার দেশে ফিরলেও ফের বিদেশেই ঠাঁই নিয়েছেন। কাদরীর সাক্ষাৎকার গ্রহণে আগ্রহী কবিতাকর্মী ও সাহিত্য-সাংবাদিকদের অধিকাংশই শহর ঢাকায় তাঁর দেখা কোনোদিন পাননি। তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে কাউকে কাউকে ছুটতে হয়েছে সুদূর মার্কিন মুলুকে, যেখানে প্রবাসজীবনের বেশিরভাগ সময়টুকু কাদরী কাটিয়েছেন। তাঁর সাক্ষাৎকারগ্রহীতাদের মধ্যে তাই প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যকর্মীদের সংখ্যাই বেশি। দ্বিতীয়ত, কাদরী আড্ডাবাজ হিসেবে যতটা স্বচ্ছন্দ ও খোলামেলা—ততখানি স্বস্তি সম্ভবত তিনি উদ্যত টেপরেকর্ডারের সামনে পেতেন না। অন্তত ঢাকা শহরে থাকার সময়। ঢাকায় থাকতে তিনি কবি এবং কবিযশোপ্রার্থীদের 'ওস্তাদ' হিসেবে ষাটের দশকেই বিশুদ্ধ খ্যাতি ও আন্তরিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন, অথচ ওই সময় তিনি কোনো সাক্ষাৎকার দেননি। সত্তর দশকেও তাঁর দেওয়া সাক্ষাৎকারের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে কম—আদতে আঙুলগোনা—আকারেও ক্ষুদ্রকায়। তাঁর কথামালা দীর্ঘ পরিসরে লিপিবদ্ধ হতে শুরু করল মূলত প্রবাসী কবি-লেখক ও বহু কাঠখড় পুড়িয়ে আমেরিকায় সংক্ষিপ্ত সফরে আসা স্বদেশবাসী লেখক-সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের তৎপরতার মাধ্যমে। তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত জীবন ও শরীর কাদরীকে সহায়তা

করেনি। ঢাকাবাসের কিছু সময় ও প্রবাসজীবনের প্রায় পুরোটাজুড়েই ব্যক্তিগত নানা সংকট তাঁকে বিপন্ন করেছে। প্রবাসজীবনের শেষদিকে শারীরিক অসুস্থতাও তাঁকে খানিক কাবু করে ফেলে। ফলে ইচ্ছা থাকলেও অনুকূল পরিস্থিতির অভাবে দীর্ঘ আলাপচারিতার সুযোগ মিলেছে কম।

এই ত্রিবিধ বিড়ম্বনা সত্ত্বেও শহীদ কাদরী শেষ অবধি যেসব সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সেগুলোর মান মোটেও ন্যূন নয়। তাঁর পাণ্ডিত্য, পঠন-পাঠন ও প্রজ্ঞার কথা ভাবলে অবশ্য মনে হতেই পারে যে—এত কম সাক্ষাৎকার দিয়ে তিনি পাঠকদের শেষমেশ বঞ্চিত করলেন কি না। না, বঞ্চনার প্রশ্ন এখানে নেই। কারণ শহীদ কাদরীর যতগুলো আলাপচারিতা আমাদের সামনে রয়েছে—সংখ্যার দিক থেকে হয়তো তা তুলনামূলকভাবে বেশি নয়, কিন্তু সেই বিন্দুতেই আছে পরিপূর্ণ সিন্ধুর সন্ধান। 'মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি'।

শহীদ কাদরীর সব সাক্ষাৎকার নির্বিচারে এই সংকলনে আমরা নিইনি। যেসব সাক্ষাৎকার এখানে সংকলিত হয়েছে, তা নিয়ে দু-চার কথা বলা যাক। তাহলেই স্পষ্ট হবে, কেন কেবল এই সাক্ষাৎকারগুলোই আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। যথাক্রমে ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালে কাদরী প্রথম (এখন অবধি পাওয়া তথ্য অনুযায়ী) যে দুটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, সেই সাক্ষাৎকারদ্বয়ের প্রত্যেকটিই আদতে লিখিত—'মুখোমুখি বসিবার' কোনো ব্যাপার তখন ঘটেনি। ১৯৭৪ সালের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন অনুজ কবি জালাল আহমেদ চৌধুরী, নিজের সম্পাদিত ছোটকাগজ *কিংশুক*-এর জন্য। ১৯৭৬ সালের সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল সাপ্তাহিক *বিচিত্রার* 'কবি-কবিতা-ঢাকা' শীর্ষক এক প্রচ্ছদকাহিনির অংশ হিসেবে, কাদরীরই স্বনামখ্যাত বন্ধু বেলাল চৌধুরী ছিলেন যুগপৎ ওই প্রচ্ছদকাহিনির লেখক ও সাক্ষাৎকারগ্রহীতা। ছোট হলেও দুটি সাক্ষাৎকারই গোছানো, উত্তরগুলো সুলিখিত। উল্লেখ্য, এই দুই সাক্ষাৎকারগ্রহীতাই আজ প্রয়াত। ১৯৭৮ সালে কাদরী প্রথমবারের মতো দেশ ছাড়লেন। অল্প সময়ের জন্য দেশে তিনি ফিরলেন ১৯৮২-এ, সেই সময় হালকা চালে আড্ডার ভঙ্গিতে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেন কবি আবদুল হাই শিকদার। ছাপা হয় মাসিক *সচিত্র স্বদেশ* পত্রিকায়। যেখানে কাদরী ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, এবার আর সহজে তিনি দেশ ছাড়ছেন না। সময়পর্বের গুরুত্ব বিবেচনায় এই সাক্ষাৎকারটি এখানে নেওয়া হয়েছে।

১৯৮২-তেই ফের কাদরী বাংলাদেশ ছেড়ে চলে গেলেন। লন্ডনে কিছুদিন, তারপর আমেরিকায়। মৃত্যুর আগ অবধি আর তাঁর ফেরা হয়নি। ১৯৯৭ সালে অনেকটা 'বহু যুগের ওপার থেকে' তাঁর নাগাল পেলেন 'ক্যামেরার কবি', বাংলাদেশের বৌদ্ধিকজগতের সচল 'ক্রনিকলার' নাসির আলী মামুন। কাদরীর তখনকার আবাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে গিয়ে তিনি প্রথমবারের মতো তাঁর দীর্ঘ আর বিশদ এক সাক্ষাৎকার নিলেন। দেড় দশকের নীরবতার অবসান ঘটল।

এরই কাছাকাছি সময়ে বোস্টনবাসী কাদরীর দুটি সাক্ষাৎকার নিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবাসী কবি হাসানআল আব্দুল্লাহ (২০০১) ও কানাডাবাসী কথাসাহিত্যিক সাদ কামালী (২০০২)। হাসানআল আব্দুল্লাহর সাক্ষাৎকারটি মুখোমুখি, সাদ কামালীরটি লিখিতভাবে গৃহীত।

২০০৩-এ মার্কিন মুলুকে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসরত কবি-প্রাবন্ধিক শামস আল মমীন কাদরীর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। বোস্টনে বসে কাদরীর দেওয়া পূর্বেকার সাক্ষাৎকারগুলোর তুলনায় এটি সচেতনভাবেই আলাদা, একান্তই সাহিত্যকেন্দ্রিক। বাংলা কবিতা ও বিশ্বকবিতার নানা সঙ্গ-অনুষঙ্গ নিয়ে মমীন শাণিত সব প্রশ্ন করেছেন, কাদরীর জবাবও হয়েছে লক্ষ্যভেদী ও সবিস্তার।

অভিন্ন বছরে বাংলাদেশের সিনিয়র সাংবাদিক (যদিও তাঁর সাংবাদিকতার ক্ষেত্র মোটাদাগে সাহিত্য নয়) সুমনা শারমীন বোস্টনে এক সফরসূত্রে কাদরীর সাক্ষাৎকার নেন। এই সাক্ষাৎকারটি বাহ্যিক চলনে হালকা হলেও সারবস্তুর বিচারে মোটেও তেমন নয়। কাদরী সুমনার সঙ্গে নিজের কবিজীবন ও ব্যক্তিজীবন নিয়ে প্রাণ খুলে এখানে কথা বলেছেন। অপ্রিয় কিংবা তিক্ত সত্য প্রকাশেও দ্বিধা করেননি। হালকা চালে গভীর কথা বলার এক অনুপম উদাহরণ এই আলাপচারিতা।

একুশ শতকের প্রথম দশকের শেষার্ধে শহীদ কাদরী বোস্টন ছেড়ে থিতু হলেন নিউইয়র্ক শহরে। নিউইয়র্কে ঠাঁই গাড়ার পর তিনি প্রথম যে সাক্ষাৎকারটি দেন, তা ছিল লিখিত। সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলো তৈরি করেছিলেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াবাসী (যদিও তাঁদের শিকড় ভারতের পশ্চিমবঙ্গে) দুই কবি-সাহিত্যকর্মী সৌম্য দাশগুপ্ত ও অংকুর সাহা। তাঁদের ভাষায়, ২০০৬ সালে নেওয়া সাক্ষাৎকারটি প্রকৃতপক্ষে এক 'সাক্ষাৎহীন সাক্ষাৎকার'।

নিউইয়র্কবাসী প্রাবন্ধিক-গবেষক আদনান সৈয়দ ২০০৭-২০০৮ সময়পর্বে একাধিক দফায় কাদরীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেইসব আলাপের একটি সমন্বিত রূপ এখানে মিলবে। কবির জীবনকথা খোদ তাঁরই বয়ানে এই আলাপচারিতায় অনেকটা ধারাবাহিকভাবে লভ্য।

২০০৯ সালে অর্থনীতিবিদ এবং সাহিত্যের নিবিড়-নিবিষ্ট বিশ্লেষক বিনায়ক সেন শহীদ কাদরীর এক অকপট অথচ গভীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। নিছক সাহিত্যালাপের সীমা ছাড়িয়ে প্রথাগত বিন্যাসের বাইরের এই আলাপচারিতা পৌঁছে গিয়েছে যেন এক উচ্চতর দার্শনিক স্তরে। বাংলাদেশের তো বটেই, এমনকি সমগ্র বাংলা ভাষার সাক্ষাৎকার-সাহিত্যে এ এক নিপুণতম সংযোজন। প্রায় বিশ হাজার শব্দের এই সুদীর্ঘ কথোপকথন সম্ভবত শহীদ কাদরীর দেওয়া সবচেয়ে বিশ্লেষণমুখর সাক্ষাৎকার। যোগ্য দোহারের সংগতে ঝানু শিল্পী কাদরী কথাবার্তায় কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেন, সাক্ষাৎকারটি তারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে রইল বইকি।

ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলায় দীর্ঘ তিন দশকের বিরতির পর শহীদ কাদরীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও* প্রকাশ পেলে নতুনভাবে বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে তাঁকে নিয়ে আলোচনার সচল প্রবাহ তৈরি হয়। এ উপলক্ষ্যে তখন কানাডা থেকে টেলিফোনে বইটিকে ঘিরে তাঁর সাক্ষাৎকার নেন প্রয়াত কবি ইকবাল হাসান।

২০১১ সালে কানাডা থেকে টেলিফোনে স্থপতি শিখা আহমেদের গৃহীত সাক্ষাৎকারটি আকারে ছোট ও বক্তব্যের দিক থেকে নিতান্ত ব্যক্তিগত হলেও এটি এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হলো এ কারণে যে, এখানে কাদরী আত্ম-অনুষঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন যা তাঁর অপরাপর আলাপচারিতায় অনুপস্থিত (যেমন ঢাকার আড্ডার খাওয়াদাওয়ার কথা)। তাই আকার কি মেজাজের হিসেবকে খানিক পাশ কাটিয়েই আমরা সাক্ষাৎকারটি এখানে নিয়েছি।

কাদরীর দীর্ঘদিনের বন্ধু কথাসাহিত্যিক জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (তিনি নিজেও বাংলাদেশ ছেড়ে বহুকাল আমেরিকাবাসী) পাক্ষিক ম্যাগাজিন *অন্যদিন*-এর উদ্যোগে তাঁর সাক্ষাৎকার নেন ২০১২ সালে। কাদরীর দেওয়া সেরা সাক্ষাৎকারগুলোর একটি এটি। নিজের জীবনের বহু অজানা বিবরণ, সাহিত্যদর্শন ও ব্যক্তিগত নানা উপলব্ধি তিনি বন্ধুর সামনে অকপটে বলেছেন। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তও তাঁর স্মৃতি থেকে লাগসই খেই ধরিয়ে দিয়েছেন। ফলে সাক্ষাৎকারটি রীতিমতো জমজমাট হয়ে উঠেছে।

এই সংকলনের শেষ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন বাংলাদেশের নব্বই দশকের স্বনামখ্যাত কবি (গদ্যকারও) আলফ্রেড খোকন। ২০১৪-য় ঢাকা থেকে নিউইয়র্কে গিয়ে গৃহীত এই সাক্ষাৎকারের মেজাজ ঘরোয়া আড্ডার। পূর্বপরিচয় না থাকা এক অনুজ কবির সঙ্গে কাদরী কথা বলেছেন রসিয়ে-কষিয়ে, রাখঢাক করেননি। ঠাট্টা-মশকরার ক্যামোফ্লাজে উঠে এসেছে আপাদমস্তক সিরিয়াস কথাও।

এবার এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত শহীদ কাদরীর সাক্ষাৎকারগুচ্ছ সংক্রান্ত কিছু প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা যাক। এই বইয়ের ১৫টি সাক্ষাৎকারের মধ্যে ১৪টিই নিয়েছেন একক সাক্ষাৎকারগ্রহীতা, মাত্র ১টি নিয়েছেন দুজনে মিলে—মোট সাক্ষাৎকারগ্রহীতার সংখ্যা ১৬। ৩টি সাক্ষাৎকার ঢাকায়, ৫টি বোস্টনে এবং ৭টি নিউইয়র্কে বসে দিয়েছেন কাদরী। লিখিতভাবে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের সংখ্যা ৪টি, টেলিফোনে গৃহীত ২টি আর সামনাসামনি নেওয়া হয়েছে ৯টি। ৭ জন সাক্ষাৎকারগ্রহীতা বাংলাদেশে, ৬ জন আমেরিকায় এবং ৩ জন কানাডায় থাকেন বা থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ, ২ জন নারী। ১৬ জনের মধ্যে ৩ জন বর্তমানে প্রয়াত। ২টি সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে বিশ শতকের সত্তরের দশকে, ১টি বিশ শতকের আশির দশকে, ১টি বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে, ৮টি একুশ শতকের প্রথম দশকে এবং ৩টি একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ১৯৭৪ থেকে ২০১৪—দীর্ঘ ৪০ বছরজুড়ে কাদরীর কথা-পরিক্রমার নির্বাচিত অংশ ধরা রইল এ বইতে।

এই সংকলনের সাক্ষাৎকারগুলোতে উঠে এসেছে অনেক কিছুই—পঞ্চাশ-ষাট দশকে ঢাকার সাহিত্যভুবন, কবির প্রবাসজীবন, তাঁর কাব্যভাবনা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, কবিতা লেখার স্মৃতি, লেখালেখি নিয়ে তাঁর পূর্বপরিকল্পনা—এসব বিষয় নিয়ে কাদরী বেশ সবিস্তারেই কথাবার্তা বলেছেন (বা লিখেছেন)। শহীদ কাদরীর লেখক-মানসের পূর্ণতর পরিচয় এসব সাক্ষাৎকারে মিলবে। কারণ এখানে লেখালেখি, শিল্প-সাহিত্য অথবা কবিতাসংক্রান্ত প্রায় কোনো প্রসঙ্গই উহ্য থাকেনি। তাঁর আলাপে উঠে এসেছে বাংলাদেশের সাহিত্যজগৎ সম্পর্কে অনেক অচেনা-অজানা তথ্য, বেশ কয়েকজন কীর্তিমান লেখকের মুখচ্ছবি, বিশ্বকবিতা ও বাংলা কবিতার তরতাজা বহু নতুন ভাষ্য, জীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার অম্ল-মধুর নির্যাস।

খেয়াল করি, গ্রন্থিত প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারেই শহীদ কাদরী আলাপে মেতে উঠেছেন অত্যন্ত ঋজু ভঙ্গিতে। তাঁর কোনো কথার ভেতরে একটুও কৃত্রিমতা নেই, নেই জড়তার সামান্য ছাপও। সমবয়সী সতীর্থ বা কোনো অনুজ—সবার সাথেই তিনি অনায়াস আলাপ চালিয়ে গিয়েছেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। স্বভাবতই, প্রসঙ্গান্তরে এখানে তর্ক-বিতর্কের ঝাঁঝও এসেছে অবধারিতভাবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারগ্রহীতা তাঁর রাজনৈতিক ও কাব্যিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেও, তিনি স্থিতধী সন্তর মতো শান্তভাবে অপর পক্ষের কথাবার্তাকে ধারালো যুক্তি দিয়ে একে একে খণ্ডন করেছেন। বাংলা কবিতার ধারা সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময়ে ছড়িয়ে পড়া অনেক প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণাকেও তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন। উলটোদিকে কখনো পুরনো দিনের কথা আলাপে উঠে এলে স্মৃতিকাতর শহীদ কাদরী ফিরে গেছেন এক সোনালি অতীতে, আবার কবিতা বিষয়ক কোনো চিরন্তন দ্বান্দ্বিক প্রশ্ন সামনে এলে হয়ে উঠেছেন প্রজ্ঞায় শাণিত এক দার্শনিক। সকল ক্ষেত্রেই তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল। এবং, একইসাথে যুক্তিসিদ্ধ, সূক্ষ্মদর্শী ও মেধাদীপ্তও। তাঁর দেওয়া প্রত্যেকটি উত্তরে যেভাবে রসবোধ ও সাহিত্যগুণ মিশে রয়েছে, তা অতুলনীয়। শহীদ কাদরীর কবিতার ভক্ত ও পাঠকদের কাছে তাই আশা করি এই সাক্ষাৎকার সংকলনটি আদরণীয় হবে। বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী গবেষক ও আলোচকরাও সাক্ষাৎকার সংকলনটির মাধ্যমে কাদরীর দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছ পরিচয় পাবেন। পাবেন ঢাকায় পঞ্চাশের দশকে যে সাহিত্যের নতুন এক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল—তার ইতিহাস রচনার উপাদানও। সর্বোপরি কবির জৈবনিক ও সাহিত্যিক চিন্তা-ভাবনাকে এক মলাটে গ্রন্থিত করার ফলে তাঁর কাব্যচিন্তাকে জানবার-বুঝবার কাজটিও সহজ হয়ে উঠবে।

২.

শহীদ কাদরীর এই সাক্ষাৎকার সংকলনের নির্মাণপ্রক্রিয়া ও সম্পাদনার কৌশল এবার খোলাসা করা যাক। সংকলিত সাক্ষাৎকারগুচ্ছ বইয়ের ভেতরে আমরা

সাজিয়েছি সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়কাল অনুযায়ী; এতে কাদরীর চিন্তাভাবনার বিবর্তনধারা পাঠকদের সামনে সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথম প্রকাশের সময় সাক্ষাৎকারগুলোর যা শিরোনাম ছিল, তা আমরা বইয়ের মূল অংশে রাখিনি। এর হদিস আছে বইয়ের শেষে, 'উৎস-নির্দেশ' অংশে।

অনেক সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণের সাল ও মুদ্রিত আকারে তা প্রকাশের সালের মধ্যে ফারাক পরিলক্ষিত হয়। বেশিরভাগ সাক্ষাৎকারগ্রহীতা সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রকৃত সময় জানালেও কেউ কেউ তা উল্লেখ করেননি। এক্ষেত্রে আমরা প্রকাশের সালকেই সাক্ষাৎকার গ্রহণের সাল হিসেবে ধরে নিতে বাধ্য হয়েছি। প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারের শেষে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে সাক্ষাৎকার প্রদানের (টেলিফোনে ও লিখিত আকারে গৃহীত সাক্ষাৎকারসমূহের ক্ষেত্রে প্রদান ও গ্রহণের স্থান এক নয়, আলাদা আলাদা) স্থান ও সাল জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারসমূহের প্রকাশের সাল জানতে চোখ বোলাতে হবে পূর্বোক্ত উৎস-নির্দেশে। সাক্ষাৎকারগুলো কবে কোন পত্রিকা বা বইতে ছাপা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণও ওখানে আগ্রহী পাঠকেরা পেয়ে যাবেন।

সাক্ষাৎকারগুলো যাঁরা নিয়েছেন, বয়ঃক্রমানুসারে বিন্যস্ত করে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও শহীদ কাদরীকে নিয়ে তাঁদের লেখাজোখার (যদি থাকে) খতিয়ান বইয়ের শেষে দেওয়া হয়েছে।

সাক্ষাৎকারের ভেতরে থাকা বিভিন্ন উদ্ধৃতি যথাসম্ভব মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি, দরকার পড়লে সংশোধন করা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে আমরা কিছু কথা বা তথ্য যোগ করেছি, সেটা একান্তই পাঠকের সুবিধার্থে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে বক্তব্যের অদরকারি পুনরাবৃত্তি ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। বানানের সমতাবিধানের স্বার্থে আমরা চূড়ান্তভাবে সব সাক্ষাৎকারেই প্রচলিত বানানরীতি ব্যবহার করলাম। বিনায়ক সেন ও সুমনা শারমীনের সঙ্গে দুটি সাক্ষাৎকারে কাদরী অভিন্ন ঘটনার বিবরণ দিলেও কুশীলব হিসেবে দুই জায়গায় আলাদা আলাদা ব্যক্তির কথা বলেছেন। আমরা এক্ষেত্রে তথ্যের সমতাবিধান করতে বা তা বাদ দিতে চাইনি। পাঠকেরা যে যাঁর মতো বুঝে নেবেন।

৩.

শহীদ কাদরীর *সাক্ষাৎকার সংগ্রহ*র প্রকাশ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী নীরা কাদরী। সুদূর নিউইয়র্ক থেকে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, প্রতিনিয়ত কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন, আমাদের নানান প্রশ্নের চটজলদি জবাবও জানিয়েছেন। ষাট-সত্তরের দশকের ঢাকার সাহিত্যজগতের নানান খবরাখবর ও পত্র-পত্রিকার হদিস পেয়েছি শ্রদ্ধেয় প্রাবন্ধিক রফিক কায়সারের কাছ থেকে। প্রাবন্ধিক-গবেষক আহমাদ মাযহারের কাছ থেকে বহু তথ্য প্রতিনিয়তই পাই; এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি নির্মাণের নানা বিষয়

নিয়েও তিনি নিজের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। লেখক আসমার ওসমান নানা প্রয়োজনে সহযোগিতার হাত দ্রুততার সঙ্গে বাড়িয়ে দিয়েছেন। কয়েকটি আনুষঙ্গিক অথচ জরুরি তথ্য জানিয়েছেন কথাসাহিত্যিক-অনুবাদক মোজাফ্‌ফর হোসেন।

বইয়ের অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ করছেন প্রিয় শিল্পী সব্যসাচী হাজরা, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ধন্যবাদের নয়—নিঃস্বার্থ ভালোবাসার। কবি প্রকাশনীর কর্ণধার সজল আহমেদ এই বই প্রকাশের জন্য আন্তরিকভাবে সক্রিয় ছিলেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

মুহিত হাসান
৫ নভেম্বর ২০২৪
রাজশাহী

যাঁদের সামনে কথা

জালাল আহমেদ চৌধুরী ১৭
বেলাল চৌধুরী ২২
আবদুল হাই শিকদার ২৪
নাসির আলী মামুন ২৮
হাসানআল আব্দুল্লাহ ৪০
সাদ কামালী ৫৫
শামস আল মমীন ৬৫
সুমনা শারমীন ৮৭
সৌম্য দাশগুপ্ত ও অংকুর সাহা ৯৮
আদনান সৈয়দ ১০৭
বিনায়ক সেন ১২৬
ইকবাল হাসান ১৮২
শিখা আহমেদ ১৮৫
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ১৮৯
আলফ্রেড খোকন ২১৪

উৎস-নির্দেশ ২১৯
যাঁরা সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ২৩১

জালাল আহমেদ চৌধুরী

জালাল আহমেদ চৌধুরী : আপনার নিজস্ব অর্থে কবিতাকে জানতে চাই।

শহীদ কাদরী : কবিতা হচ্ছে সেই বস্তু যা বিজ্ঞানের বিপরীত। বিজ্ঞানের প্রয়াস হচ্ছে যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নৈর্ব্যক্তিক ও বিমূর্ত নিয়মাবলি আবিষ্কার করা, কবিতা সেখানে মনো-প্রকৃতির দাস। বিজ্ঞান সামান্যকরণে উন্মুখ, কবিতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষের ব্যাপার। অনুচ্চারিতকে উচ্চারণ ও অনালোকিতকে গ্রেপ্তার করাই হচ্ছে কবিতা। কিন্তু তার আরও একটা ভূমিকা আছে (এবং এখানে কবিতা ধর্ম ও পুরাণের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়)। ভূমিকাটি আর কিছু নয়, মানুষের পরিবেশের মানবিকীকরণ বা হিউমানাইজেশন। কবিতা অতীতে বিরূপ বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রীতির সূত্রে গ্রথিত করে বহু বিপরীতকে মিলিয়েছিল; নিরপরাধ গোলাপ এবং বাঘের চোখের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কবিতারই দৌত্যে। খরস্রোতা নদী এবং হাঙর-ঠাসা সমুদ্রকেও বন্ধু ভাবতে শিখিয়েছে কবিতা। পরিবেশসংলগ্ন এমন অজস্র বস্তু, ঘটনা ও পরিস্থিতি রয়েছে যার স্পষ্ট উচ্চারণ খোলা চোখের কবির এবং সন্ধানকামী কবিতার অপেক্ষা রাখে।

জালাল আহমেদ চৌধুরী : 'কবি' শব্দে চিহ্নিত ব্যক্তি কারা? প্রচলিত সাধারণ অর্থ ছাড়া এ ব্যাপারে আপনার কি কোনো বিশেষ সংস্কার আছে?

শহীদ কাদরী : বলা বাহুল্য, যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁরাই কবি। না কোনো সংস্কার নেই, তবে বিশেষ ধারণা আছে। ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই যেমন কবিতা নয়, কাব্যপ্রতিম শব্দাবলির সন্নিপাতনের ক্ষমতাই কাউকে কবি করে দেয় না। যেমন ধরুন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ছন্দ ও ভাষার ওপর তাঁর দখল ছিল অসামান্য। কিন্তু তিনি পদ্য লেখকের পঙ্‌ক্তিভুক্ত রয়ে গেলেন, কবি হতে পারলেন না। কারণ, তিনি এমন কিছু দেখেননি যা তাঁর সময়কার মানুষের পূর্ব-অভিজ্ঞতায় ছিল না। তিনিই কবি যাঁর বোধ জনসাধারণের চেয়ে ঢের বেশি তীব্র, যাঁর সংবেদনা—আবার বলছি জনসাধারণের চেয়ে তীক্ষ্ণতর, যাঁর অভিজ্ঞতা অর্জনের স্বাভাবিক ক্ষমতা জনসাধারণের চেয়ে ঢের বেশি, যাঁর দৃষ্টি সাড়ে সাত কোটি বাঙালির চেয়ে প্রখরতর। এবং এখানেই কবিরা (কবিতা লেখকমাত্রই কবি নন) অন্যদের চেয়ে ভিন্ন, স্বতন্ত্র, একলা। এবং দারুণভাবে বিপর্যস্ত ও দুঃখের বংশানুক্রমিক দাস। আপাত সাদৃশ্য-বঞ্চিত বস্তুপুঞ্জের বিয়েও কবিরা দিয়ে থাকেন। এখন উপমা এবং উৎপ্রেক্ষা তাঁদের সহায়।

জালাল আহমেদ চৌধুরী : বিষয়ে বিমূর্ততা, আঙ্গিকে নিয়ম ভাঙার ক্রমপ্রয়াসে আমাদের কবিতা কোন লক্ষ্যে এগোচ্ছে বলে মনে করেন?

শহীদ কাদরী : বিমূর্ততা কবিতার বিষয় নয়। কবিরা যখন বিমূর্তকে স্পর্শ করেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য হয় বিমূর্তের বিদারণ। বিমূর্ত বলতে আপনারা কী বোঝাচ্ছেন সেটা স্পষ্ট হওয়া দরকার ছিল। সেকেন্ড ল অব থার্মোডাইনামিক্স যেমন একটি বিমূর্ত ধারণা, 'প্রেম' বা 'মৃত্যু' বা 'আশা' অথবা 'হতাশা'—এ সবও বিমূর্ত তথা ভাববস্তু। কিন্তু কবিতায় যখন এসব আসে, তখন বিশেষের ছদ্মবেশ ধরে অর্থাৎ চিত্রকল্প হয়ে আসে; প্রেম, বিরহ, শাশ্বতীর অন্বেষণ ও ইতিহাস-চেতনা বনলতা সেন নাম্নী এক কারুকার্যময় আধুনিক মহিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, ধান কাটা মাঠের চিত্র ধরে রাখে শূন্যতার মতো বিমূর্ত ধারণাকে।

কবিতার আঙ্গিক ভাঙা আজ আর বড় কথা নয়। জরুরি ব্যাপার হচ্ছে নতুন আঙ্গিক তৈরি, পরিবর্তিত সময় ও পটভূমিজাত নব নব চেতনাকে উপলব্ধির সীমায় নিয়ে আসবে। নতুন আঙ্গিক অর্থাৎ শব্দধ্বনিপুঞ্জ সমাবেশের নতুন নিয়মাবলি ও ব্যাকরণ তৈরি হচ্ছে না। কবি এবং অকবি একই সঙ্গে কবিতার আঙ্গিক ভেঙেছেন। এতে কোনো লাভ হচ্ছে না। ক্বচিৎ একটি কি দুটি কবিতা লিখিত হচ্ছে বটে। আমাদের কবিতা এগোচ্ছে না, এগুলো কবিতার কাজই নয়। কবিতা বদলায়। কিন্তু বদলে যাওয়াটাই সব সময় সুলক্ষণ নয়। তবে যে অর্থে কবিতা এগোয়, তা মোটামুটি গোটা বাংলা কবিতার ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়। কবিতা যখন আমার অভিজ্ঞতা ও বোধের সীমা প্রসারিত করে, তখনই কবিতা এগোয়। সেই অর্থে কোনো কোনো কবির কোনো কোনো কবিতা এগিয়েছে। কিন্তু সমগ্রভাবে এগিয়ে যায়নি, না আঙ্গিকগতভাবে, না নব নব চেতনা ও অভিজ্ঞতার সংগ্রহে।

আপনারা জানতে চেয়েছেন, আমার মতে কবিতা কোনো লক্ষ্যে এগোচ্ছে কি না। কবিতার একটিমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কবিতা হয়ে ওঠা। এটাকে এগোনোও বলতে পারেন, উত্তরণও বলতে পারেন।

জালাল আহমেদ চৌধুরী : আমাদের কবিতা-কর্মের বৃহৎ অংশ নৈরাশ্য, আক্ষেপ আর ব্যক্তিহৃদয়ের ব্যক্তিগত স্পন্দনে ভরাট বলে অনেকে মনে করেন। যদি এরকম ধারণা করার স্বাভাবিক কারণ থাকে, তবে সর্বজনীন প্রেরণা আমাদের কবিতায় প্রবলভাবে না আসার কী কারণ থাকতে পারে?

শহীদ কাদরী : নৈরাশ্য, আক্ষেপ, বেদনা, হতাশা—এগুলো তো সর্বজনীন। কেবলমাত্র আশাবাদিতা, শ্রেণিসংগ্রাম, দেশপ্রেম বা নিসর্গপ্রীতিই সর্বজনীন নয়।

কবিরা তাঁদের রচনায় কোন ধরনের ভাবনা-বেদনা এবং বোধ ও আবেগের প্রাধান্য দেবেন, সেটা যেমন কবির ব্যক্তিগত প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করবে, তেমনি ইতিহাসও অনেক দূর পর্যন্ত তার ইঙ্গিত দেবে। আমি যেহেতু মনে করি বিদ্রোহ, আক্ষেপ, নৈরাশ্য ইত্যাদিও সর্বমানুষের ব্যাপার, তাই আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশের কবিতায় 'সর্বজনীন প্রেরণা' নেই বলে আমি মনে করি না। কবিতায়